

প্রফেসর ইউনুস এবং কয়েকটি গল্প

পাঠানদের বুদ্ধিমত্তা আর চিন্তার ধরন নিয়ে এই গল্পের শুরু। পাঠান মল্লুকের এক মহিলার স্বামী সপ্তাহখানেক ধরে নিখোঁজ। বেচারী গেল খানায়, যদি পুলিশ সাহায্য করে!

মহিলা খানার ওসিকে বলল, সাতদিন আগে আমি মাংস রান্না করতে গিয়ে দেখি ঘরে আলু নেই, আমার স্বামীকে বললাম, যাও তাড়াতাড়ি বাজার থেকে আলু নিয়ে আস।

সেই যে গেল, ও এখনো ফিরে নাই। পাঠান পুলিশ চিন্তা ভাবনা করে বলল, আলু নাই তো কি হয়েছে! অন্য কোন সবজি দিয়ে মাংস রান্না করে ফেলিয়ে তো হয়।

সম্প্রতি অনেকেই প্রশ্ন করছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের কি লাভ প্রফেসর ইউনুস'কে হয়রানি করে! কারন তাদের মতে বিচার চলাকালীন সময়ে সরকার প্রধান ও

অনেক মন্ত্রীর বক্তব্যে তাদের মত অনেকের কাছেই মনে হয়েছে যে সরকার আদালতকে প্রভাবিত করতে চাচ্ছে, আদালতের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমি নিজেও অনেক

ভেবে কোন উত্তর খুঁজে পাই নি, বরুং আমার মনে হয়েছে এই ভুলের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার'কে দেশে ও বিদেশে অনেক মূল্য দিতে হতে পারে।

আমি আশা করছিলাম যে আমাদের দেশের আওয়ামী সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা অন্তত এই মামলা চলাকালীন সময়ে সরকার বা সরকার প্রধান যেন দূরত্ব বজায় রাখে সেই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে। সরকারের হিতাকাংখী হিসাবে সরকারের ভুল ধরিয়ে দিবেন, যাতে সময় থাকতেই সরকার তার ভুল শুধরাতে পারেন এবং বিচার চলাকালীন সময়ে তাদের দূরত্ব বজায় রাখে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে মনে হবে আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলছে এবং প্রফেসর ইউনুস'ও আইনের ঊর্ধ্বে নন।

গল্পের পাঠান পুলিশের মত আমাদের দেশের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে, প্রফেসর ইউনুসের সমালোচনা করতে গিয়ে সরকারের ভুল শুধরানো তো দুরের কথা, মূল প্রশ্ন,

(বিচার পক্রিয়া এবং সরকারী প্রভাব) বাদ দিয়ে অন্য প্রশ্নে চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। আর প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, তারা গল্পের সাহায্যে উদাহরণ দিয়ে সমালোচনা

শুরু করছেন এবং প্রফেসর ইউনুসকে খারাপ, অসামর্থ্য, হৃদয়হীন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন! উদ্দেশ্য একটাই, তা হল, প্রফেসর ইউনুসের চরিত্র হরন

(ক্যারেকটার এসাসিনেশন) □ ব্যাপারটা তাহলে সংক্ষেপে গল্প দিয়েই ব্যাখ্যা করি।

গল্প নম্বর এক, উপস্থাপক আব্দুল নূর তুষার বলেছেন যে প্রফেসর ইউনুস বা গ্রামীন ব্যাংক দরিদ্র মানুষকে গল্প কেনার জন্য লোন দিয়ে নির্ধারিত মূল্যে কয়েকবছর দুধ

কিনে নেবার শর্ত আরোপ করে থাকেন! মনে হয় যে প্রফেসর ইউনুস বা গ্রামীন ব্যাংক, কি সাংঘাতিক অপরাধ করে ফেলেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন!

আসলেই ব্যাপারটা কি তাই? কেন সারা পৃথিবীতেই তো এই নিয়ম চলে আসছে। ম্যাকডোনাল্ড চাষীদের কাছ থেকে কয়েক বছরের জন্য নির্ধারিত মূল্যে আলু অগ্রীম

কিনে রাখে, কোকাকোলা ভেমনি চিনি কিনে রাখে। তাতে দুই পক্ষই দাম উঠানামা'র দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়। তা না হলে দুধের

চাম, পেট্রলের দামের মত প্রতি দিন

উঠানামা করত।

গল্প নম্বর দুই, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেছেন, এক কৃষকের গল্প মারা গেলে তাকে গ্রামীন ব্যাংকের টাকা ফেরত দিলে বাধ্য করা হয়! গ্রামীন ব্যাংক একটি

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কোন খয়রাতী প্রতিষ্ঠান নয়। কৃষকের গল্পের টাকা মওকুফ করে দিলে গ্রামে গ্রামে গল্পের মড়ক লেগে যেত। আর গ্রামীন ব্যাংক লাটে উঠত,

আর কৃষকেরা সুদেখার মহাজনদের খপ্পরে পড়তো। তাদের অবস্থা খারাপ ছাড়া ভাল হতো না।

অনেক বছর ধরে গ্রামীণ ব্যাংকের মত আরো অনেক এন জি ও দেশে আছে। উপস্থাপক আব্দুল নূর তুষার আর সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির এর মত কৃষকের বন্ধু (!) আছেন। তারা তো কৃষকের জন্য আরো ভাল শর্তসহ লোন এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসতে পারেন। আপনার গ্রামীণ ব্যাংকের এই দুর্বলতার সুযোগ নিন, 'বেটার প্রডাক্ট' নিয়ে এগিয়ে আসুন; যেমন গুগল এসে আগের সব সার্চ ইঞ্জিন গুলিকে অচল করে দিয়েছে আর যেমন গ্রামীণ ফোন , বাংলালিংক 'বেটার প্রডাক্ট' নিয়ে মার্কেটে আসার পর আগের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো আর বাজার ধরে রাখতে পারে নাই □ আসুন আপনারাও গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ে ভালো শর্তসহ লোন দিন, দেখবেন গ্রামীণ ব্যাংক'এর লালবাতি স্থলে যাবে।

আমিও দেখছি পাঠানদের মত অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি! আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আমি মনে করি, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের উচিত ছিল, প্রফেসর ইউনুস এর গ্রামীণ ব্যাংকের এম ডি থাকা না থাকার বিষয়ে মামলা চলাকালীন সময়ে, সরকার প্রধানের বক্তব্য দেয়া কতটা মুক্তিযুক্ত আর দুরদর্শী ছিল সেই নিয়ে আলোচনা করা বা লেখালেখি করা, যার ফলে সরকার প্রধান তার ভুল বুঝতে পারেন। যেমন করেছিলেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া কবি সুফিয়া কামাল। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আওয়ামী লিগের লাগাতার হরতালে সাধারণ মানুষের দুঃকষ্টের কথা একমাত্র তিনিই শেখ হাসিনাকে মনে করিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতির ফলে আওয়ামী লিগ তাদের হরতাল শিথিল করে। ইতিহাসই প্রমাণ করে, শ্রদ্ধেয়া কবি সুফিয়া কামাল'এর এই ধরনের গঠনমূলক ভূমিকার দেওয়ার ফলে শেখ হাসিনার লাভ ছাড়া কোন ক্ষতি হয় নাই।

সেই অনন্য দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে, এই প্রসঙ্গে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের পীড়াদায়ক নিরবতা সত্যিই দুঃজনক! আর লেখালেখি যা হয়েছে, তা হলো মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গল্পের মত অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে প্রফেসর ইউনুস এর মত সম্মানিত ব্যক্তিকে হয় করার অপচেষ্টা। নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ইউনুস এর অবদান, আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং সম্মান 'টানেল ভিশন' এর অধিকারী কতিপয় লেখকের লেখায় কোনদিনই কমবে না।

সব দেখে সেই দোজাখের সেই পুরানো গল্পটাই বার বার মনে পরে যায়। আমাদের জাতির কেউ উপরে উঠলে বা উঠতে গেলে, আমরাই তাকে টেনে নামিয়ে রাখব। আসলে বিবেক ছাড়া বুদ্ধি, ভোষামোদি ছাড়া অন্য কাজে তেমন ব্যবহৃত হয় না।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ২১ মে ২০১১